পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১৬শ সংখ্যা, কামিকা একাদশী,
২০শে জুলাই, ২০১৭।

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত শ্লোকাবলীর ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য

ভগবৎ-অনুস্মরণ রূপ তরবারি দ্বারা কর্ম-বন্ধন ছেদন –

শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.১৫

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎকথারতিম্ ॥

অনুবাদ – পরমেশ্বর ভগবানের অনুস্মরণ রূপ তরবারির দ্বারা যথার্থ জ্ঞানী পুরুষেরা কর্ম-বন্ধন ছেদন করেন। তাই সেই ভগবানের কথায় কেই বা রতিযুক্ত হবে না?

তাৎপর্য – চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যখন জড় পদার্থের সংস্পর্শে আসে তখন একটি গ্রন্থির সৃষ্টি হয়, যা কর্ম-বন্ধন থেকে মুক্তিকামী মানুষদের অবশ্যই ছেদন করতে হয়। 'মুক্তি' কথাটির অর্থ হচ্ছে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া। যাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ স্মরণ করেন, তাঁদের আপনা থেকেই মুক্তি লাভ হয়ে যায়। কেন না পরমেশ্বর ভগবানের সমস্ত কার্যকলাপই (লীলা) জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত। সেগুলি হচ্ছে সর্বাকর্ষক চিন্ময় কার্যকলাপ এবং তাই পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপে নিরন্তর মগ্ন থাকলে, বদ্ধ জীব ধীরে ধীরে চিন্ময়ত্ব লাভ করেন এবং অবশেষে জড়বন্ধন ছেদন করেন।

তাই, জড় বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ ভগবদ্ভক্তির একটি আনুষঙ্গিক ফল। চিন্ময় জ্ঞান মুক্তি লাভের জন্য যথেষ্ট নয়। সেই জ্ঞান অবশ্যই ভক্তিযুক্ত সেবা সমন্বিত হতে হবে, যাতে অবশেষে ভগবদ্ভক্তির প্রাধান্যই কেবল বর্তমান থাকে। তখনই মুক্তি লাভ সম্ভব হয়। এমন কি সকাম কর্মীদের কর্মও ভক্তিযুক্ত সেবা-মিশ্রিত হলেই তবে মুক্তিদান করে। ভগবদ্ভক্তি-মিশ্রিত কর্মকে বলা হয় কর্মযোগ। তেমনই, মনোধর্মী জ্ঞান যখন ভক্তিযুক্ত হয় তখন তাকে বলা হয় জ্ঞানযোগ। তবে শুদ্ধ-ভক্তি জ্ঞান এবং কর্মের আবরণ থেকে মুক্ত, কেন না তা কেবল জীবকে জড় জগতের বন্ধন থেকেই মুক্ত করে না, তা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমভক্তিও প্রদান করে থাকে।

তাই বিচক্ষণ জ্ঞানী মানুষেরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমে নিরন্তর তাঁকে স্মরণ করেন। অপ্রতিহতভাবে এবং অহৈতুকীভাবে তাঁরা নিরন্তর পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করেন। সেটিই হচ্ছে ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের আদর্শ পন্থা। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা যাঁরা ভক্তিযোগের পন্থা প্রচার করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত কঠোরভাবে সেই নিয়ম পালন করেছিলেন, এবং আমাদের মঙ্গলের জন্য পারমার্থিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁরা বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। তাঁরা বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন আশ্রমের মানুষদের জন্য শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে বিভিন্ন পন্থার উদ্ভাবন করে গেছেন

ভগবানের কথা শ্রবণ-কীর্তনরূপ ভজনক্রিয়া থেকে অনর্থ নিবৃত্তি –

শ্রীমদ্ভাগবত ১.২.১৭

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্ ॥

অনুবাদ – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি পরমাত্মারূপে সকলের হৃদয়েই বিরাজ করেন এবং যিনি হচ্ছেন সাধুবর্গের সুহৃদ, তিনি তাঁর পবিত্র কথা শ্রবণ এবং কীর্তনে রতিযুক্ত ভক্তদের হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনা বিনাশ করেন।

তাৎপর্য – পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। তাই যখন নিরপরাধে ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন হয়, তখন বুঝতে হবে যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অপ্রাকৃত নামরূপে সেখানে বর্তমান এবং সেই নাম ভগবানেরই মতো পূর্ণ শক্তিমান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর 'শিক্ষাষ্টকে' স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে গেছেন যে, ভগবান তাঁর দিব্য নামে তাঁর সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। সেই নাম উচ্চারণ করার জন্য কোন স্থান, কাল বা পাত্রের বাধ্য-বাধকতা নেই এবং যে কেউ তার সুবিধা অনুসারে শ্রদ্ধা এবং মনোযোগ সহকারে সেই নাম কীর্তন করতে পারেন। ভগবান আমাদের প্রতি এতই কৃপালু যে, তাঁর অপ্রাকৃত নাম-রূপে তিনি স্বয়ং আমাদের সম্মুখে উপস্থিত থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা এমনই দুর্ভাগা যে ভগবানের নাম এবং মহিমা শ্রবণ ও কীর্তনে আমাদের কোন রুচি নেই। ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ এবং কীর্তনে কীভাবে রুচি লাভ করা যায়, সে সম্বন্ধে আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করেছি। তা সম্ভব হয় কেবল ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের সেবা করার মাধ্যমে।

ভগবান তাঁর ভক্তের ডাকে সাড়া দেন। তিনি যখন দেখেন যে কোন ভক্ত তাঁর অপ্রাকৃত সেবা লাভের জন্য ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী এবং তার ফলে তাঁর কথা শ্রবণে গভীরভাবে উৎসুক হয়েছেন, তখন ভগবান তাঁর হৃদয় থেকে তাঁকে এমনভাবে পরিচালিত করেন, যাতে ভক্ত অনায়াসে তাঁর কাছে ফিরে যেতে পারেন। ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার জন্য আমাদের যে বাসনা, তার থেকে আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভগবানের উৎকণ্ঠা অনেক বেশি। আমরা প্রায় কেউই ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চাই না। কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভগবানের কাছে ফিরে যেতে চান। কিন্তু কেউ যখন ভগবানের কাছে

ফিরে যাওয়ার প্রত্যাশী হন, তখন ভগবান সর্বতোভাবে তাকে সাহায্য করেন।

সর্বতোভাবে পাপমুক্ত না হলে ভগবানের রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। জড় জগতের পাপগুলি আমাদের জড়া প্রকৃতিকে ভোগ-করার বাসনা থেকে উদ্ভূত। এই ধরনের কামনা-বাসনা মুক্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। কামিনী এবং কাঞ্চন হচ্ছে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার পথে সব চাইতে বড় প্রতিবন্ধক। ভক্তিমার্গে বহু বড় বড় ভক্ত এই প্রলোভনের বলি হয়ে ভক্তিমার্গ থেকে অধঃপতিত হয়েছেন। কিন্তু ভগবান নিজে যখন কাউকে সাহায্য করেন, তখন ভগবানের কৃপায় তা অত্যন্ত সহজসাধ্য হয়।

কামিনী এবং কাঞ্চনের দ্বারা বিচলিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না জীব অনাদিকাল ধরে তাদের সঙ্গ করে আসছে, তাই তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে কিছু সময় তো লাগবেই। কিন্তু কেউ যদি নিষ্ঠাভরে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করেন, তখন ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত হন। পরমেশ্বর ভগবানের কৃপায় ভক্ত তখন সেই সমস্ত আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট শক্তি লাভ করেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁর মন থেকে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী সব কটি প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা – ৭ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

(পূর্ববর্তী সংখ্যার পর)
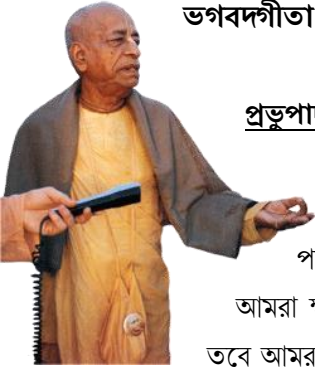
প্রভুপাদঃ সুতরাং এই হচ্ছে পরম ব্যক্তির বিবৃতি। আমাদের এটা বিশ্বাস করতে হবে। আমরা এটা অতিক্রম করতে পারি না। যদি আমরা বিশ্বাস না করি তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ। যদি আমরা বিশ্বাস না করি তবে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ। তিনি ত্রুটিমুক্ত সত্তা যিনি চিরন্তন ও সর্বব্যাপ্ত। শুধু দেখুন, সর্বব্যাপ্ত। তার মানে, যদিও আপনি তাঁকে ব্যাক্তি হিসেবে দেখছেন... যেমন আপনি আমার সামনে একজন ব্যাক্তি হিসেবে উপস্থিত, কিন্তু আপনি আপনার বাসস্থানে অনুপস্থিত। এটা নয় কি? কিন্তু ভগবান এমন নন। ভগবান কৃষ্ণ যদিও অর্জুনের সম্মুখে, তাকে উপদেশ দিচ্ছেন কিন্তু তিনি একই সাথে সর্বব্যাপ্ত। একটি স্থুল উদাহরণ, যেমন মধ্যাহ্ন ১২টার সময় আপনি দেখলেন সূর্য ঠিক মাথার উপর। এবং পাঁচ হাজার মাইল দূরে আপনার বন্ধুকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, "সূর্য কোথায়?" তিনি বলবেন, "এটি মাথার উপর।" পাঁচ হাজার মাইল দূরে, এই দিকে, ঐ দিকে আপনি অনুসন্ধান করুন, সবাই বলবেন, "সূর্য মাথার উপর।" সুতরাং যদি একটি জাগতিক জিনিস... সূর্য একটি জাগতিক জিনিস। যদি একটি জাগতিক জিনিস এমন সর্বব্যাপ্ত হতে পারে একই সময়ে, তাহলে পরম আধ্যাত্মিক সত্তা, তিনি কি সর্বব্যাপক নন? তিনি সুনিশ্চিত ভাবে। তিনি অবশ্যই। তিনি অবশ্যই।

সুতরাং আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে তিনিই সেই নিখুঁত সত্তা যিনি চিরন্তন... চিরন্তন অর্থ সবকিছু। চেতনায় ...চিরন্তন। চিরন্তন মানে এবং ... চিরন্তন। এখন, কৃষ্ণ বলেন যে, "তুমি ও আমি নিজে এবং এই সমস্ত সকল জীবেরা এমনই" কারণ তিনি চিরন্তন চেতনার অধিকারী। তিনি প্রকৃতপক্ষে উপলব্ধি করেছেন আমি কি ছিলাম। কিন্তু আমার চেতনা যেহেতু চিরন্তন নয়, আমি ভুলে গিয়েছি আমি পূর্বে জন্মে কি ছিলাম। পরবর্তী জন্মে আমি কি হব তাও বলতে পারি না। এগুলো হচ্ছে পার্থক্য। যদি আমরা মিথ্যাশ্রয় করে বলি যে, "আমি ভগবান, আমি পরম চেতনা," এটা আমাদের নির্বুদ্ধিতা। আমাদের এভাবে যাচ্ছেতাই করা উচিত নয় এবং যে কেউ এভাবে শিক্ষা দেয়, সেটি প্রতারণা। এটা সম্ভব নয়। এই হচ্ছে একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। তিনি নিখুঁত সত্তা যিনি চিরন্তন ও সর্বব্যাপক, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ। সমগ্র স্বতন্ত্র সত্তা কমবেশি অজ্ঞানতার দ্বারা পীড়িত। আমরা ভগবান ব্যাতিত সমস্ত জীবসত্তা, প্রত্যেকে, প্রত্যেকে, তারা অজ্ঞতা, বিস্মৃতিপ্রবণ। ঐটি একটি বিষয়। অজ্ঞানতা, অহমিকা। অহমিকা মানে যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও, "আমি ভগবান" ঘোষণা করা। এটিই অহমিকা। ভগবানের যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও নিজেকে, "আমি ভগবান" ঘোষণা করা, একজন মূর্খ ব্যাক্তি, সেটিই অহমিকা। অহমিকা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, মৃত্যু ভয়। তাদের বিভিন্ন কার্য ভাল, মন্দ, ও অনাসক্ত, ও সেই পরিশ্রমের ফল লাভ করা। তার মানে, আমি বুঝাচ্ছি...তারা তাদের কর্মের যথার্থ ফল লাভ করবে। যদি আপনি ভাল কর্ম করেন তবে ভাল ফল লাভ করবেন। যদি আপনি মন্দ কর্ম করেন তবে মন্দ ফল লাভ করবেন। এবং যেহেতু আমরা ত্রুটিপূর্ণ, সেহেতু আমরা কিছু ভাল, কিছু মন্দ কার্য সম্পাদন করি।

তাহলে সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে, ভগবান সর্বগুণান্বিত। যদি আমরা তাঁকে অনুসরণ করি, আমরাও গুণান্বিত হব। আমরা যদি ভগবান বা ভগবানের প্রতিনিধিকে অনুসরণ করি তাহলেও গুণান্বিত হব। কারণ ভগবান সর্বাবস্থায় মঙ্গলময়। ভাল আপনাকে কখনই মন্দের দিকে ধাবিত করবে না। তাহলে ভক্তিময় সেবা... এটা অবশ্য পালনীয় যে প্রত্যেকেরই অনুসারী হওয়া উচিত। প্রত্যেকের ভগবানের নির্দেশের অনুসারী হওয়া উচিত। এটিই হচ্ছে ভক্তিযুক্ত সেবা। কারোই ভগবানের সেবা হতে বিচ্যুত হওয়া উচিত নয়। সম্পূর্ণ ভগবদগীতা... এটি হচ্ছে সুপ্রারম্ভ এবং সবশেষে ভগবান নির্দেশ করবেন, আমি বলতে চাই, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজঃ (ভ.গী. ১৮/৬৬) "তুমি আমার শরণাগত হও", এবং অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ "আমি তোমাকে রক্ষা করব, সমস্ত পাপময় জীবন থেকে রক্ষা করব।" সর্বোত্তম বিষয় হচ্ছে, আমরা যদি সর্বগুণান্বিত হতে চাই, তাহলে সর্বগুণান্বিত ব্যাক্তির নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে। আমাদের জীবনকে এমনভাবে গঠন করতে হবে যা সর্বগুণান্বিত ব্যাক্তি উপদেশ করেচেন...সেটি আমাদের জীবনকে নিখুঁত করবে। পরবর্তীতে আমরা... (সমাপ্ত)।